

# আমার বাংলা বই

প্রথম শ্রেণি



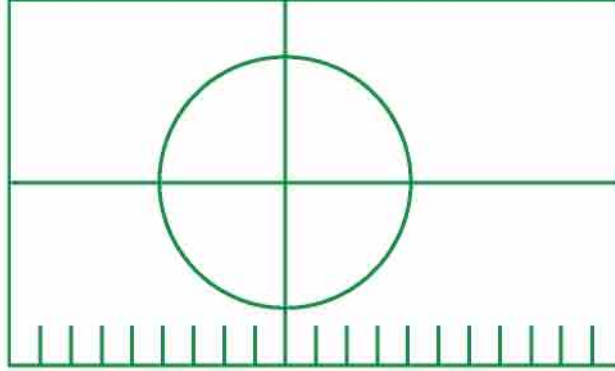
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃত্ত থাকবে।

## পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

## ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি X ১৮৩ সেমি (১০' X ৬')

১৫২ সেমি X ৯১ সেমি (৫' X ৩')

৭৬ সেমি X ৪৬ সেমি (২' X ১')

## জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।  
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥  
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে হ্রাণে পাগল করে,  
মরি হয়, হয় রে-  
ও মা, অছানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥  
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-  
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।  
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,  
মরি হয়, হয় রে-  
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥  
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।  
চিরদিন তোমার আকাশ,  
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,  
আমার প্রাণে  
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,  
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥  
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে হ্রাণে পাগল করে,  
মরি হয়, হয় রে-  
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে হ্রাণে পাগল করে,  
ও মা, অছানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি  
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।  
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥  
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-  
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।  
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,  
মরি হয়, হয় রে-  
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,  
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন  
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥  
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

# আমার বাংলা বই

## প্রথম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

শফিউল আলম

মাহবুবুল হক

সৈয়দ আজিজুল হক

নূরজাহান বেগম

চিত্রাঙ্কন

হাশেম খান

মোঃ আব্দুল মোমেন মিস্টন

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০  
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : . . . . . ২০১২

সমন্বয়ক

উত্তম কুমার ধর

গ্রাফিক্স

মোঃ আবুল হোসেন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিদ্যায়। তার সেই বিদ্যায়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞান শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিদ্যায়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সৃষ্টি বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা। ফলে বাংলা শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই **প্রথম শ্রেণির** বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীকে শিখনে আগ্রহী করা ও নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকটি পরিকল্পিত হয়েছে। এতে জীবন ও পরিবেশভিত্তিক এবং যুগের চাহিদার অনুকূল সহজ পাঠ প্রণয়ন করে সংগতিপূর্ণ চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠকে যথাসম্ভব নির্ভর করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয় পাঠের মাধ্যমে নিত্য-নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থী যেন তার শব্দভাণ্ডার ও ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে সেদিকটিও যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানাননীতি।

সর্ধশ্রমী ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

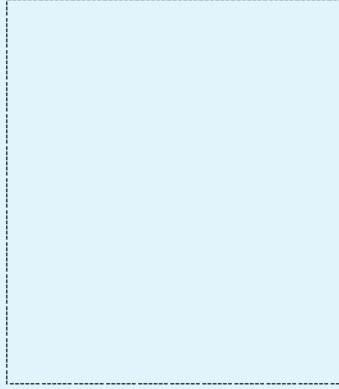
চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

## সূচিপত্র

পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	আমার পরিচয়	১	২৯	বাংলা বর্ণমালা	৪১
২	আমি ও আমার সহপাঠী	২	৩০	মামার বাড়ি	৪২
৩	আমরা কী কী কাজ করি	৪	৩১	ছবি দেখি কথায় লিখি	৪৩
৪	ছড়া : আতা গাছে তোতা পাখি	৫	৩২	আ-কার	৪৪
৫	কাক ও কলসি	৬	৩৩	ই-কার	৪৫
৬	আঁকাআঁকি	৯	৩৪	ঈ-কার	৪৬
৭	বর্ণ শিখি : অ আ	১১	৩৫	উ-কার	৪৭
৮	বর্ণ শিখি : ই ঈ	১২	৩৬	ঊ-কার	৪৮
৯	বর্ণ শিখি : উ ঊ	১৩	৩৭	ঋ-কার	৪৯
১০	বর্ণ শিখি : ঋ	১৪	৩৮	এ-কার	৫০
১১	বর্ণ শিখি : ঐ ঐ	১৫	৩৯	ঔ-কার	৫১
১২	বর্ণ শিখি : ও ঔ	১৬	৪০	ঔ-কার	৫২
১৩	স্বরবর্ণ	১৭	৪১	ঔ-কার	৫৩
১৪	ইতল বিতল	১৮	৪২	কারচিহ্ন	৫৪
১৫	রেখা যোগ করে ছবি আঁকি	১৯	৪৩	খালি ঘরে কারচিহ্ন বসাই	৫৫
১৬	বর্ণ শিখি : ক খ গ ঘ ঙ	২০	৪৪	ভোর হলো	৫৬
১৭	বর্ণ শিখি : চ ছ জ ঝ ঞ	২২	৪৫	ছবি নিয়ে কথা	৫৭
১৮	বর্ণ শিখি : ট ঠ ড ঢ ণ	২৪	৪৬	শুভ ও দাদিমা	৫৮
১৯	বর্ণ শিখি : ত থ দ ধ ন	২৬	৪৭	ঝুঝির বাগান	৫৯
২০	বর্ণ শিখি : প ফ ব ভ ম	২৮	৪৮	মায়ের ভালোবাসা	৬১
২১	ছড়া : বাক বাকুম পায়রা	৩০	৪৯	মুমুর সাত দিন	৬৩
২২	ছবি দেখি ও কথায় লিখি	৩১	৫০	ছড়ায় ছড়ায় সংখ্যা	৬৫
২৩	বর্ণ শিখি : য র ল শ ষ	৩২	৫১	পিঁপড়ে ও ঘুঘু	৬৭
২৪	বর্ণ শিখি : স হ ড় ঢ় য়	৩৪	৫২	গাছ লাগানো	৬৮
২৫	বর্ণ শিখি : ণ ঞ ঙ	৩৬	৫৩	আমাদের দেশ	৬৯
২৬	ব্যঞ্জনবর্ণ	৩৮	৫৪	ছুটি	৭০
২৭	হনহন পনপন	৩৯	৫৫	মুক্তিযোদ্ধাদের কথা	৭১
২৮	ব্যঞ্জনবর্ণ সাজাই	৪০	৫৬	শব্দ বলার খেলা	৭২

## আমার পরিচয়



### মুখে মুখে বলি

আমার নাম

আমার মায়ের নাম

আমার বাবার নাম

আমার বিদ্যালয়ের নাম

আমার দেশের নাম



আমার বাংলা বই

পাঠ - ২

## আমি ও আমার সহপাঠী

মুখে মুখে বলি



আমি **অমি**



আমি **আলো**



আমি **ইমন**



আমি **ঈশিতা**



আমি **উমং**



আমি **উর্মি**



আমি **ঋতু**



আমি এনাম



আমি ঐশী



আমি ওমর



আমি উছন

আমরা সবাই সহপাঠী। একসাথে পড়ি। এক শ্রেণিতে পড়ি।



এবার আমরা সবাই পরিচিত হই।

আমার বালা বই

পাঠ - ৩

## আমরা কী কী কাজ করি

মুখে মুখে বলি



আমরা ভোরে ঘুম থেকে উঠি।



দাঁত মাজি। হাত মুখ ধুই।



আমরা খাওয়ার আগে হাত ধুই।



আমরা খাওয়ার পরে হাত ধুই।



আমরা পড়ার সময় পড়ি।



খেলার সময় খেলি।

পাঠ- ৪

শুনি ও বলি

ছড়া

আতা গাছে তোতা পাখি  
ডালিম গাছে মউ।  
এত ডাকি তবু  
কথা কও না কেন বউ।



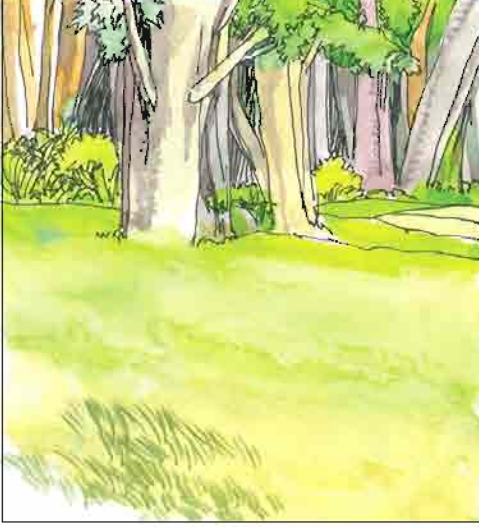
২১/০৬/২০২২

আমার বাংলা বই

পাঠ - ৫

## কাক ও কলসি

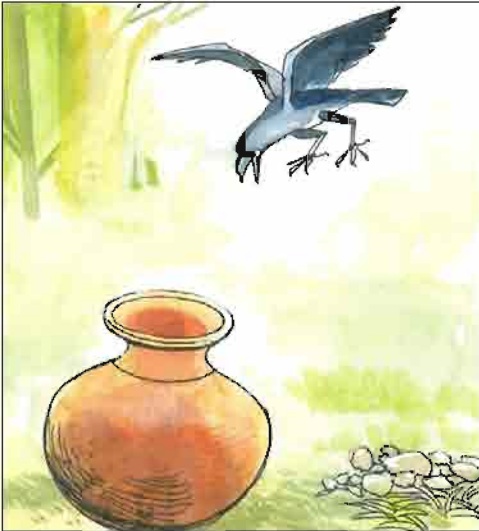
শুনি ও বলি



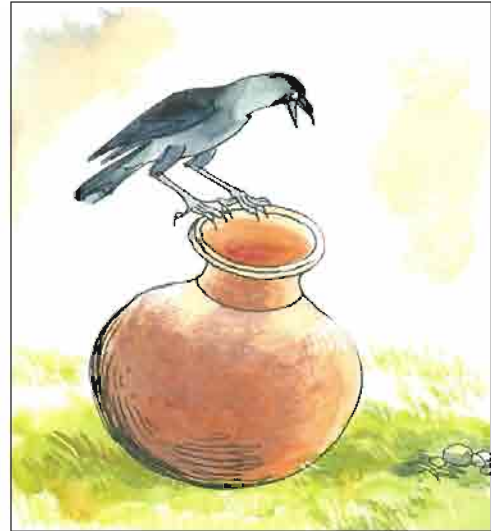
বড় একটা মাঠ। মাঠের ওপারে ঘন বন।



এক ছিল কাক। সে খাবারের খোঁজে বনে যেতে চাইল। সে উড়তে শুরু করল।



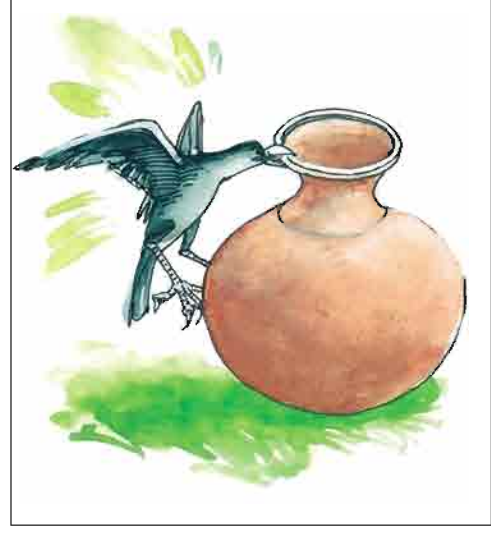
উড়তে উড়তে তার খুব পিপাসা পেল। সে এদিক ওদিক তাকাল পানির খোঁজে। তখন একটা কলসি পড়ল তার চোখে।



সে খুব খুশি হলো। উড়ে গিয়ে বসল কলসির ওপর।



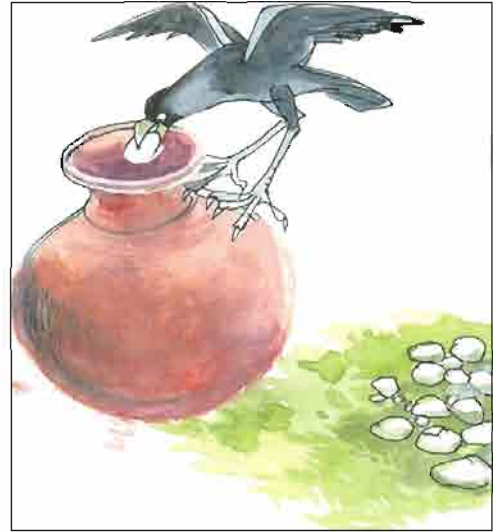
সে দেখল পানি কলসির তলার দিকে।  
কাক ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল কলসিতে।  
কিন্তু পানির নাগাল পেল না।



কাক তখন কলসিটাকে কাত করতে  
চাইল। কিন্তু পারল না। তাই পানি  
খাওয়াও হলো না। তার খুব দুঃখ  
হলো।



সে এদিক ওদিক তাকাল। কাছেই  
দেখতে পেল অনেক নুড়ি। তার মাথায়  
একটা বুদ্ধি এলো।

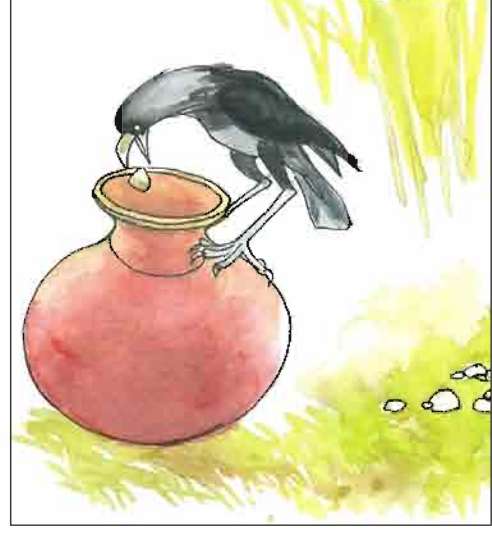


সে একটা করে নুড়ি আনতে লাগল।  
ফেলতে লাগল কলসির ভিতরে।

আমার বাংলা বই



কলসির ভিতরে একটা একটা নুড়ি পড়ল। তার পানিও ওপরে উঠতে লাগল।



এভাবে কাকটি অনেক নুড়ি কলসিতে ফেলল। একসময় পানি কলসির মুখে উঠে এলো।



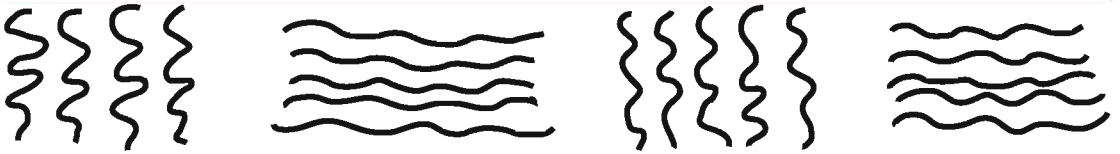
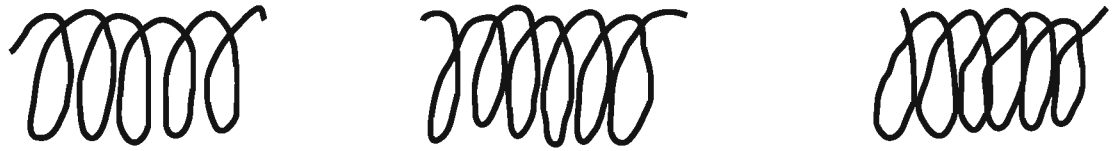
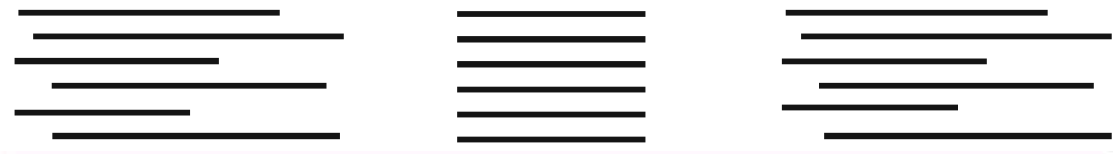
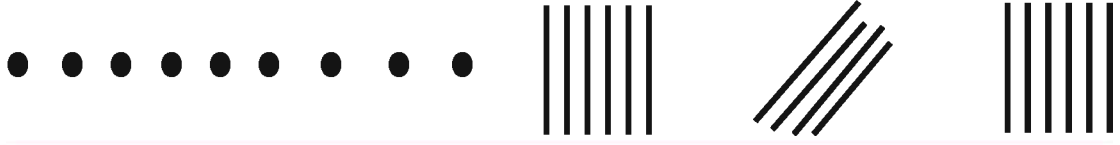
তখন কাকটি প্রাণ ভরে পানি খেল। তার পিপাসা মিটল।



কাক খুশি মনে ডানা বাড়া দিল। তারপর উড়াল দিল বনের দিকে।

# আঁকাআঁকি

দেখে দেখে আঁকি





আমার বাংলা বই



পাঠ - ৭  
বর্ণ লিখি - অ আ

শুনি ও বলি

অজ চরে।



অজ অ জ অ

অলি ওড়ে।



অলি অ লি অ



আম খাই।

আম আ ম আ



আতা চাই।

আতা আ তা আ

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



অনল



অশোক



আদা



আলু

এসো পড়ি → অ আ

এসো লিখি

অ	ব	গ	ত	দ	অ
আ	ক	খ	ঘ	অ	আ

পাঠ - ৮  
বর্ণ শিখি - ই ঈ

শুনি ও বলি



ইট আনি।

ইট

ই ট ঈ



ইলিশ কিনি।

ইলিশ

ই লি শ ঈ



ঈগল ওড়ে।

ঈগল

ঈ গ ল ঈ

ঈশান কোণে।

ঈশান

ঈ শা ন ঈ

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



ইমারত



ঈদ

এসো পড়ি → ই ঈ

এসো লিখি

ই	ন	ত	হ	হ	ই
ঈ	ত	ত	ত	ত	ঈ

পাঠ - ৯  
বর্ণ শিখি - উ উ

শূনি ও বলি



উট চলে।

উট উ ট উ



উষা কালে।

উষা উ ষা উ



উর্মি দোলে।  
সাগর কোলে।

উর্মি উ র্মি উ

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



উল



উনুন

এসো পড়ি → উ উ

এসো লিখি

উ	ট	উ	উ	উ	উ
উ	ট	উ	উ	উ	উ

আমার বাংলা বই

পাঠ - ১০  
বর্ণ শিখি - ঋ

শুনি ও বলি



ঋতু আসে  
ঋতু যায়।



ঋ তু ঋ তু

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



ঋষি

এসো পড়ি → ঋ

এসো লিখি

ঋ	ঋ	ঋ	ঋ	ঋ	ঋ
---	---	---	---	---	---

এসো পড়ি

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	

পাঠ - ১১  
বর্ণ শিখি - এ ঐ

শুনি ও বলি



এক শিখি।

এক

এ ক এ



এলাচ দেখি।

এলাচ

এ লা চ এ

ঐরাবত সাজে।



ঐরাবত

ঐ রা ব ত ঐ

ঐকতান বাজে।



ঐকতান

ঐ ক তা ন ঐ

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



একতারা

এসো পড়ি → এ ঐ

এসো লিখি

এ	ে	ৈ	ণ	ঐ	ঐ
ঐ	ৈ	ণ	এ	ঐ	ঐ

আমার বাংলা বই

পাঠ - ১২  
বর্ণ শিখি - ও ও

শুনি ও বলি



ওল খাই।

ওল ও ল ও



ওড়না চাই।

ওড়না ও ড না ও



ঔষধ খাও।  
ভালো হও।

ঔষধ ঔ ষ ধ ঔ

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



ওলকপি



ওঝা

এসো পড়ি → ও ও

এসো লিখি

ও	ৗ	৑	৒	৓	৔
ও	৑	৒	৓	৔	৕

স্বরবর্ণ বলি, পড়ি ও লিখি

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	ঌ
এ	ঐ	ও	ঔ

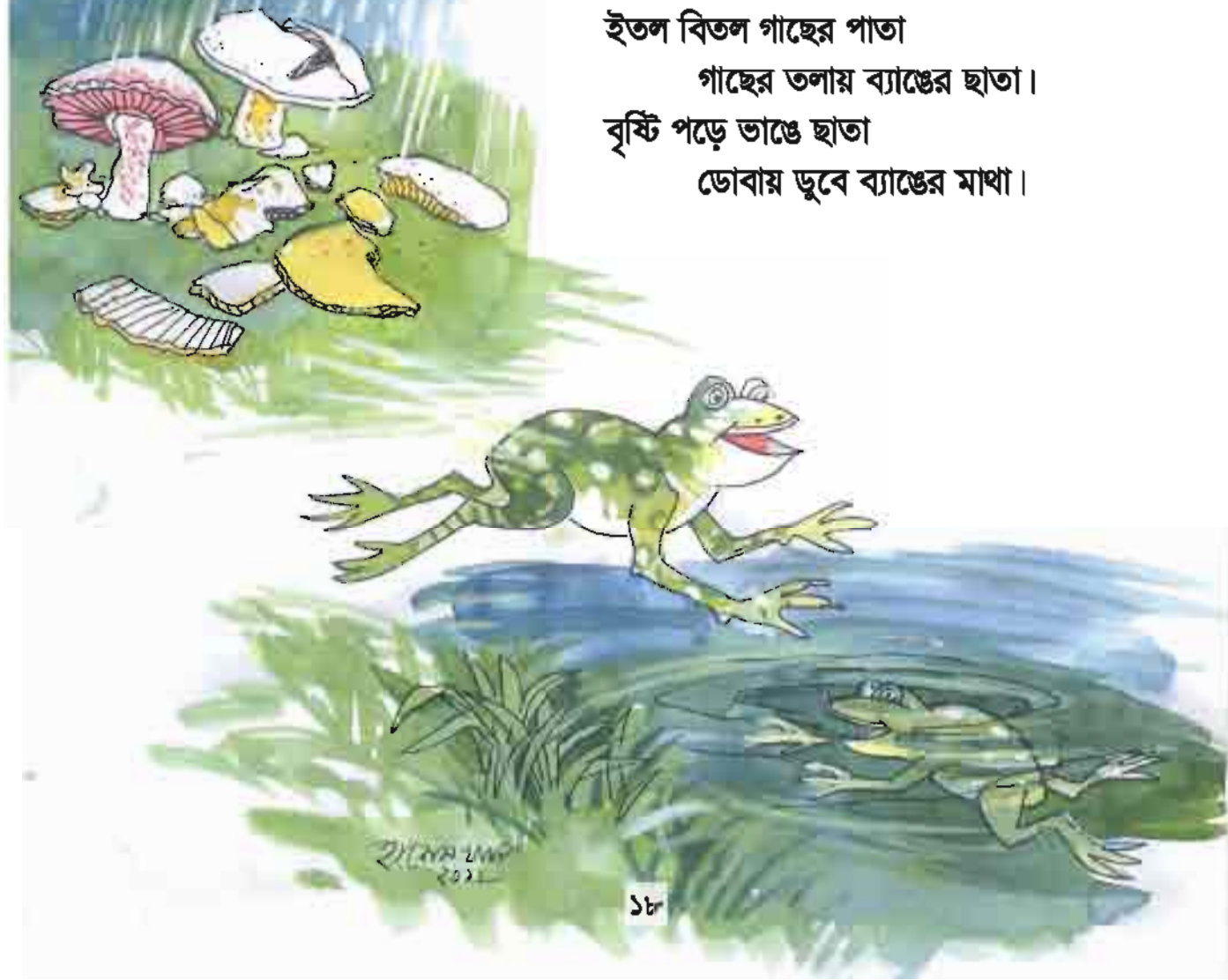
ডান দিকে লাল রঙের বর্ণ আছে। সেগুলো বাম দিকের খালি ঘরে ঠিক জায়গায় লিখি।

অ		ই		ঐ	ঋ	
		ঊ			আ	ও
এ		ও		উ	ঈ	

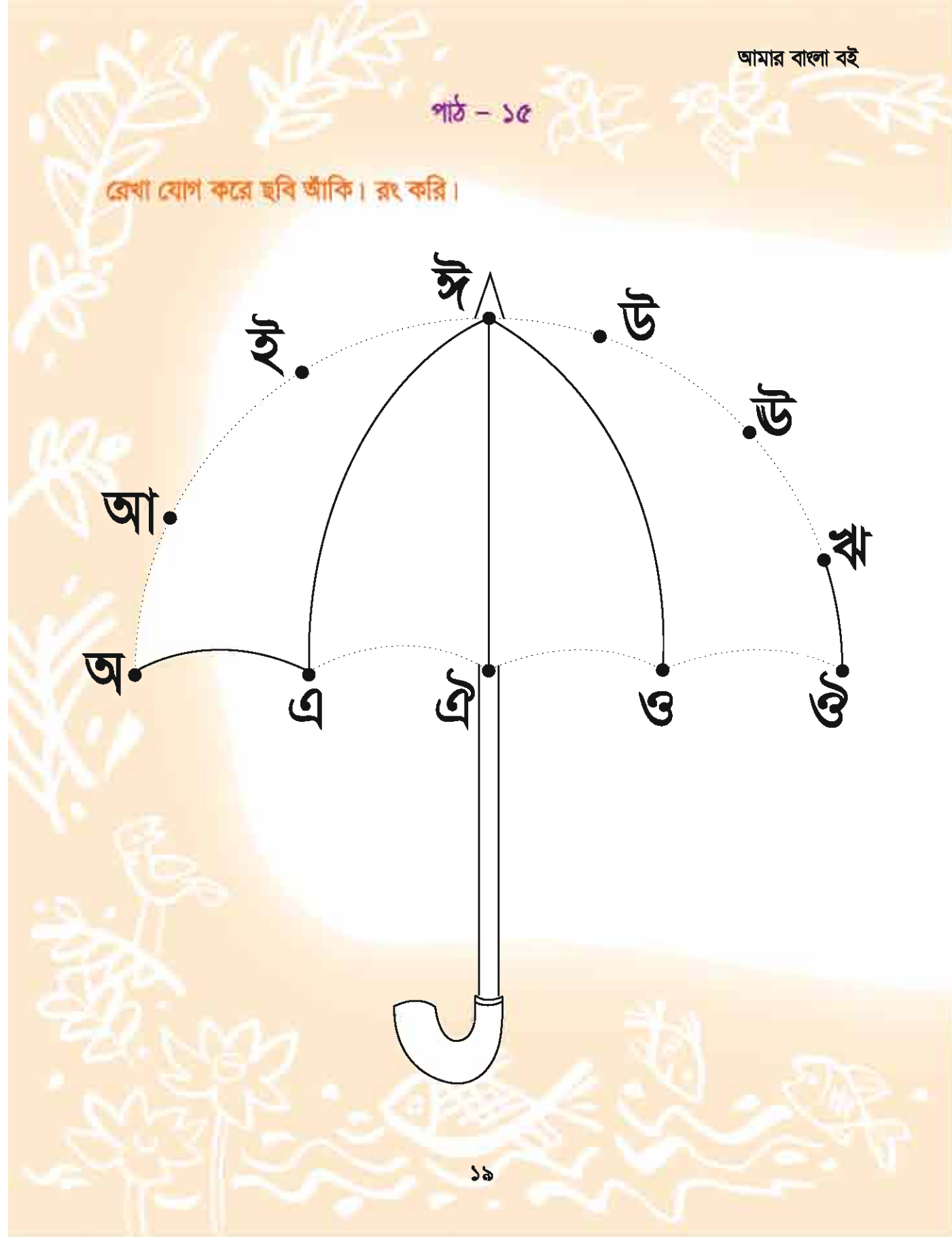




ইতল বিতল গাছের পাতা  
গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা।  
বৃষ্টি পড়ে ভাঙে ছাতা  
ডোবায় ডুবে ব্যাঙের মাথা।



রেখা যোগ করে ছবি আঁকি। রং করি।



আমার বাংলা বই

পাঠ - ১৬

বর্ণশিখি - ক খ গ ঘ ঙ

শুনি ও বলি



কলম ধরি। কলম

ক ল ম ক



খবর পড়ি। খবর

খ ব র খ



গম ভাঙাই।

গম

গ ম গ

ঘর বানাই।



ঘর

ঘ র ঘ



ব্যাঙ ডাকে

ব্যাঙ

ব্যা ঙ ঙ

ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ।

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



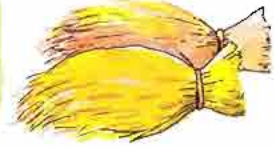
কল



কলা



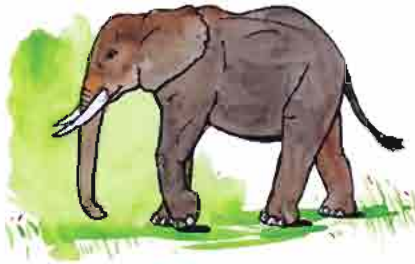
খই



খড়



গম



গজ



ঘড়ি



ঘর

এসো পড়ি → ক খ গ ঘ ঙ

এসো লিখি

ক	্	ব	ব	ক	ক
খ	ে	ঙ	ং	খ	খ
গ	ে	গ	গ	গ	গ
ঘ	ে	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ
ঙ	ে	ঙ	ঙ	ঙ	ঙ

আমার বাংলা বই

পাঠ - ১৭

বর্ণ শিখি - চ ছ জ বা ঞ

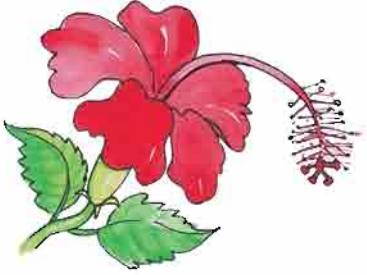
শুনি ও বলি



চডুই পাখি। চডুই চ ডু ই চ



ছবি দেখি। ছবি ছ বি ছ



জবা ফোটে। জবা জ বা জ



বাড় ওঠে। বাড় বা ড় বা



মিঞা বাড়ি যায় গাড়ি। মিঞা মি ঞা ঞ

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



চক



চাকা



ছাতা



ছড়ি



জগ



জাম



বাড়



বুড়ি

এসো পড়ি → চ ছ জ বা ঞ

এসো লিখি

চ	—	ট	ট	ট	চ
ছ	ট	চ	চ	চ	ছ
জ	ব	ড	ড	জ	জ
ঝ	ব	ব	ব	ঝ	ঝ
ঞ	ণ	ণ	ঞ	ঞ	ঞ

শুনি ও বলি



টগর তুলি।

টগর

ট

গ

র

ট

ঠোঙা খুলি।



ঠোঙা

ঠো

ঙা

ঠ

ডাব চাই।



ডাব

ডা

ব

ড

ঢাক বাজাই।



ঢাক

ঢা

ক

ঢ



হরিণ চলে

হরিণ

হ

রি

ণ

ণ

চরণ ফেলে।

চরণ

চ

রণ

ণ

ণ

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



টব



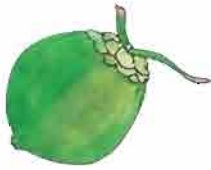
টাকা



ঠোট



তুলি



ডাব



ডানা



ডোল



তুলি

এসো পড়ি → ট ঠ ড ঢ ণ

এসো লিখি

ট	ট	ট	ট	ট	ট
ঠ	ঠ	ঠ	ঠ	ঠ	ঠ
ড	ড	ড	ড	ড	ড
ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ
ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ



শুনি ও বলি



তবলা বাজাই।

তবলা ত ব লা ত

থানা সাজাই।



থানা থা লা থ



দই আনি।

দই দ ই দ

ধান ভানি।



ধান ধা ন ধ



নদীর জলে নদী ন দী ন

নাও চলে। নাও না ও ন

আমার বাংলা বই

পাঠ - ২০  
বর্ণ শিখি - প ফ ব ভ ম

শুনি ও বলি



পাতা নড়ে।

পাতা

পা

তা

প

ফল পড়ে।



ফল

ফ

ল

ফ



বই পড়ি।

বই

ব

ই

ব

ভেলা চড়ি।



ভেলা

ভে

লা

ভ

মগ ডালে

মগ

ম

গ

ম



ময়না দোলে।

ময়না

ম

য়

না

ম

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



পথ



পাখা



ফল



ফুল



বল



বক



ভাত



ভালুক



মর্গ



মগ



মা



মাছ

এসো পড়ি → প ফ ব ভ ম

এসো লিখি

প	প	প	প	প	প
ফ	ফ	ফ	ফ	ফ	ফ
ব	ব	ব	ব	ব	ব
ভ	ভ	ভ	ভ	ভ	ভ
ম	ম	ম	ম	ম	ম



শুনি ও বলি

পাঠ - ২১

ছড়া

দ্রোকনুজ্জামান খান

বাক বাকুম পায়রা  
মাথায় দিয়ে টায়রা  
বউ সাজবে কাল কি  
চড়বে সোনার পালকি।

ছবি দেখি, শব্দ বলি ও লিখি



.....  
চক  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....

আমার বাংলা বই

পাঠ - ২৩

বর্ণ শিখি - য র ল শ ষ

শুনি ও বলি



যব খাই।

যব



রস চাই।

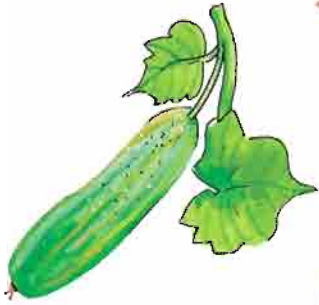
রস



লবণ নাও



লবণ

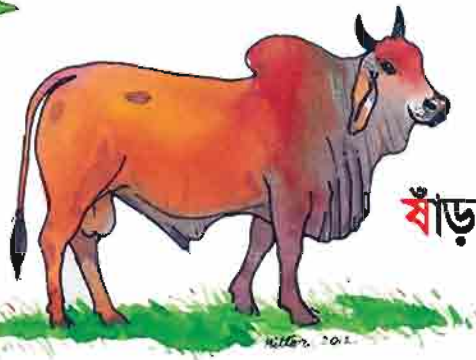


শসা খাও।

শসা



ষাঁড় বড়  
পথ ছাড়ো।



ষাঁড়



ছবি দেখি ও শব্দ বলি



যব



যাঁতা



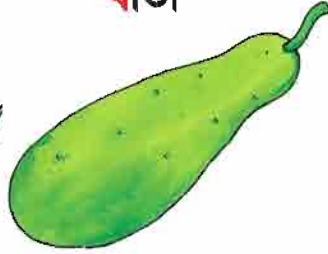
রথ



রশি



লতা



লাউ



শসা



শশী

এসো পড়ি → য র ল শ ষ

এসো লিখি

য	৷	৷	৷	৷	৷
র	৷	৷	৷	৷	৷
ল	৷	৷	৷	৷	৷
শ	৷	৷	৷	৷	৷
ষ	৷	৷	৷	৷	৷

আমার বাংলা বই

পাঠ - ২৪

বর্ণ শিখি - স হ ড় ঢ য়

শুনি ও বলি



সজনে পাতা।

সজনে

স

জ

নে

স



হলদে ছাতা।

হলদে

হ

ল

দে

হ



ঝড় থামে।

ঝড়

ঝ

ড়

ড়



আষাঢ় নামে।

আষাঢ়

আ

ষা

ঢ়

ঢ়

টায়রা পরে



টায়রা

টা

য়

রা

য়

পায়রা ওড়ে।

পায়রা

পা

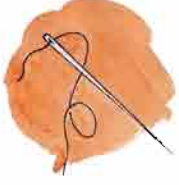
য়

রা

য়



ছবি দেখি ও শব্দ বলি



সুই



সূতা



হাট



হার



ঘুড়ি



বাড়ি



ময়না



টিয়া

এসো পড়ি → স হ ড ঢ য়

এসো লিখি

স	ব	চ	ছ	জ	স
হ	ন	ত	থ	হ	হ
ড	ঢ	ড	ড	ড	ড
ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ
য়	য	য	য	য	য

আমার বাংলা বই



উৎসব মাঝে

উৎসব উ ৎ স ব ং

সং ওই সাজে।



সং স ং ং



দুঃখ ভোলো।

দুঃখ দু ঃ খ ঃ



চাঁদ দেয় আলো।

চাঁদ চাঁ দ ী

ছবি দেখি ও শব্দ বলি



শব্দ



চিপাত



শিং



সিংহ



বাঃ



উঃ



হাঁস



বাঁশি

এসো পড়ি →



এসো লিখি

শ	শ	শ	শ	শ	শ
প	প	প	প	প	প
উ	উ	উ	উ	উ	উ
হ	হ	হ	হ	হ	হ

আমার বাংলা বই

পাঠ - ২৬

ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণ গড়ি ও লিখি

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়
ং	ঃ	ঃ	ঃ	

পাঠ - ২৭

শুনি ও বলি



হনহন পনপন

সুকুমার রায়



চলে হনহন

ছোটে পনপন



ঘোরে বনবন

কাছে ঠনঠন



বায়ু শনশন

শীতে কনকন



কাশি খনখন

ফোঁড়া টনটন



মাছি ভনভন

থালি বানবান



আমার বাংলা বই

পাঠ - ২৮

### ব্যঞ্জনবর্ণ সাজাই

জান দিকের বর্ণগুলো দেখি। সেগুলো বাম দিকের খালি ঘরে ঠিক জায়গায় দিখি

ক			ঘ	ঙ
		জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড		
		দ	ধ	ন
প	ফ			ম
		ল	শ	ষ
স	হ			য়
		ঃ	ৎ	

ত	ণ
য	র
ড়	ঢ়
থ	গ
ভ	খ
ৎ	ং
ষ	জ
ঢ	ছ

পাঠ - ২৯  
বাংলা বর্ণমালা

পড়ি ও লিখি

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঐ
উ		ঊ	ঋ
এ	ঐ	ও	ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ঙ	ত	য়
ৗ	ৠ	ৡ	ৢ	



শুনি ও বলি

পাঠ - ৩০

## মামার বাড়ি

জসীমউদ্দীন

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা  
ফুল তুলিতে যাই,  
ফুলের মালা গলায় দিয়ে  
মামার বাড়ি যাই।

ঝড়ের দিনে মামার দেশে  
আম কুড়াতে সুখ,  
পাকা জামের মধুর রসে  
রঙিন করি মুখ।



এসো নিজের ছানা একটি ছড়া বলি



পাঠ - ৩১

ছবি দেখি। শব্দ বসি ও লিখি



.....  
উল  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....



.....  
.....

আমার বাংলা বই

পাঠ - ৩২

আ-কার

আ - কার = া

বলি ও পড়ি



ক + া = কা কাক  
খ + া = খা খাল  
ত + া = তা তাল  
প + া = পা পান



প্রথম বর্ণের পরে া-কার লিখি ও শব্দ পড়ি

ঘ  স

জ  ল

ড  ব

ত  ল

পড়ি ও বলি

খাতা ছাতা ডালা থালা  
মাতা মামা বাবা খালা

কথার শেষে দাঁড়ি বসাই

কাকা এলো । খালা এলো ।

পড়ি ও লিখি

কাকা এলো । খালা এলো । ডাব দাও । পান দাও ।



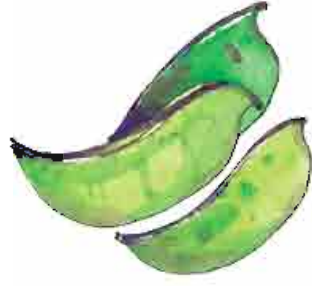
আ = া    †    ডাব    তাল    খালা

পাঠ - ৩৩

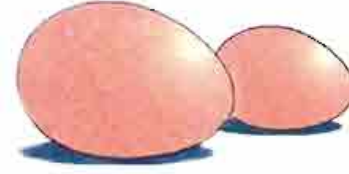
ই-কার

ই-কার = ি

বলি ও পড়ি



ি + খ = খি খিল  
ি + ড = ডি ডিম  
ি + ন = নি নিম  
ি + শ = শি শিম



প্রথম বর্ণের আগে ি- কার লিখি ও শব্দ পড়ি

ছপি

খলি

তমি

মলি

পড়ি ও বলি

কাঠি বাটি পাটি লাঠি  
হাতি বাতি পানি রানি



পড়ি ও লিখি

ঝিকিঝিকি তারা। ঝিরিঝিরি বাতাস। তিথি পাটি বিছায়।

ই = ি ি কাঠি পাটি ঠিক

আমার বাংলা বই

পাঠ - ৩৪

ঈ-কার

ঈ-কার = ী

বলি ও পড়ি



গ + ী = গী গীত  
ত + ী = তী তীর  
দ + ী = দী দীপ  
ন + ী = নী নীড়



প্রথম বর্ণের পরে ী - কার লিখি ও শব্দ পড়ি

ত  র

ব  র

শ  ত

ধ  র

পড়ি ও বলি

কীট      তীর      জীব      বীর  
বীছ      নীড়      বীণ      ধীর

পড়ি ও লিখি

নদীর তীর। বাতাস ধীর। বীণা আনি। গীত গাই।



ঈ = ী

ী

গীত

বীর

তীর



আমার বাংলা বই

পাঠ - ৩৬

উ-কার

উ-কার = ূ

বলি ও পড়ি



ক + ূ = কু কূপ  
র + ূ = রু রূপ  
ত + ূ = তু তুণ  
ধ + ূ = ধু ধূপ



প্রথম বর্ণের নিচে ূ - কার লিখি ও শব্দ পড়ি

ধলি  
□

ধম  
□

সচি  
□

মল  
□

পড়ি ও বলি



ধূসর ভূমি মূষিক শূর  
নূপুর সূচি ময়ূর দূর



পড়ি ও লিখি

দূর ভূমি। ময়ূর এলো। নূপুর পায়।

উ = ূ ূ দূর ধূপ নূপুর

পাঠ - ৩৭

ঋ-কার

ঋ-কার = <

বলি ও পড়ি



ক + < = কৃ কৃশ  
গ + < = গৃ গৃহ  
ত + < = তৃ তৃণ  
ম + < = মৃ মৃগ



প্রথম বর্ণের নিচে < - কার লিখি ও শব্দ পড়ি

ঘত  
□

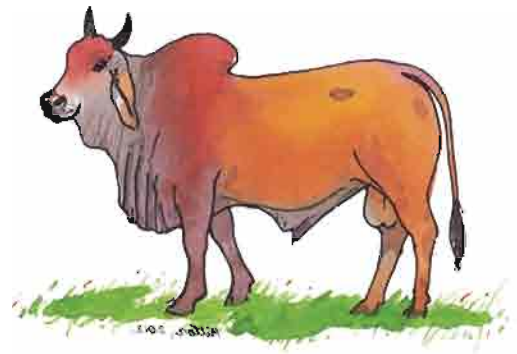
নপ  
□

তষা  
□

বষ  
□

পড়ি ও বলি

কৃষ বৃষ ধৃত  
দৃঢ় নৃপ ঘৃত



পড়ি ও লিখি

বৃষ এলো দৃঢ় পায়। মৃগছানা তৃণ খায়।

ঋ = < < < বৃষ মৃগ তৃণ

আমার বাংলা বই

পাঠ - ৩৮

এ-কার

এ-কার = ে

বলি ও পড়ি



ে + ত = তে তেল

ে + ব = বে বেল

ে + র = রে রেল

ে + শ = শে শেল



প্রথম বর্ণের আগে ে-কার লিখি ও শব্দ পড়ি

তউ

ভলা

ফনা

মলা

পড়ি ও বলি

ছেলে মেয়ে জেলে নেয়ে  
পথে চলে নেচে গেয়ে



পড়ি ও লিখি

ছেলেরা খেলে। মেয়েরা নেচে চলে। থেকে থেকে মেঘ ডাকে।

এ = ে ে জেলে মেয়ে ছেলে



আমার বাংলা বই

পাঠ - ৩৯

ঐ-কার

ঐ-কার = ঐ

বলি ও পড়ি



ঐ + খ = খে    খে  
ঐ + ত = তৈ    তৈল  
ঐ + ব = বৈ    বৈঠা  
ঐ + শ = শৈ    শৈল



প্রথম বর্ণের আগে ঐ-কার লিখি ও শব্দ পড়ি

বঠা

জব

পতা

নশ

পড়ি ও বলি

বৈঠক    বৈশাখ    বৈকাল  
শৈশব    সৈকত    শৈবাল



পড়ি ও লিখি

বৈশাখ মাস। কৃষক বৈকালে বৈঠক করেন। মাঠে জৈব সার দেবেন।

ঐ = ঐ    ঐ    জৈব    তৈল    শৈবাল

আমার বাংলা বই

পাঠ - ৪০

ও-কার

ও-কার = ো

বলি ও পড়ি



ে + খ + া = খো খোল

ে + গ + া = গো গোল

ে + ঢ + া = ঢো ঢোল

ে + ঝ + া = ঝো ঝোল



প্রথম বর্ণের আগে ও পরে ো - কার লিখি ও শব্দ পড়ি

খ কা

ছ লা

ম জা

ঝ লা

পড়ি ও বলি

জোনাক খোকা ঘোমটা খোলা  
নোলক টোকা দোলনা দোলা



পড়ি ও লিখি

দোতলা বাড়ি। গোলপ বাগান। খোকা খোকা ফুল। ছোট ছোট ভোমরা।

ও = ো ো দোলনা নোঙর নোলক

পাঠ - ৪১

ঔ-কার

ঔ-কার = ৌ

বলি ও পড়ি



+ ক + ৌ = কৌ    কৌটা  
+ চ + ৌ = চৌ    চৌকি  
+ ন + ৌ = নৌ    নৌকা  
+ ম + ৌ = মৌ    মৌরি



প্রথম বর্ণের আগে ও পরে ৌ - কার লিখি ও শব্দ পড়ি

ক টা    চ কি    ন কা    ম রি

পড়ি ও বলি

গৌণ    দৌড়    মৌন    বৌ  
চৌকা    চৌকি    মৌরি    মৌ

পড়ি ও লিখি

পৌষ মাস । বৌ নৌকায় যায় । মৌচাকে মৌমাছি ওড়ে ।



ঔ = ৌ    ৌ    মৌরি    মৌচাক    মৌমাছি

কারচিহ্ন

আ = া

ক = ি

খ = ি

গ = ি

ঘ = ি

ঙ = ি

্

চ = ে

ছ = ে

জ = ে

ঝ = ে

খালি ঘরে কারচিহ্ন লিখি

আ	=	আ	=	আ	=
ডা	=	ডা	=	ডা	=
ত্রি	=	ত্রি	=	ত্রি	=

কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ লিখি

তল	ফল
তর	বল
চকি	ঢল
ময়র	ডম
বঠা	মগ



পাঠ - ৪৪

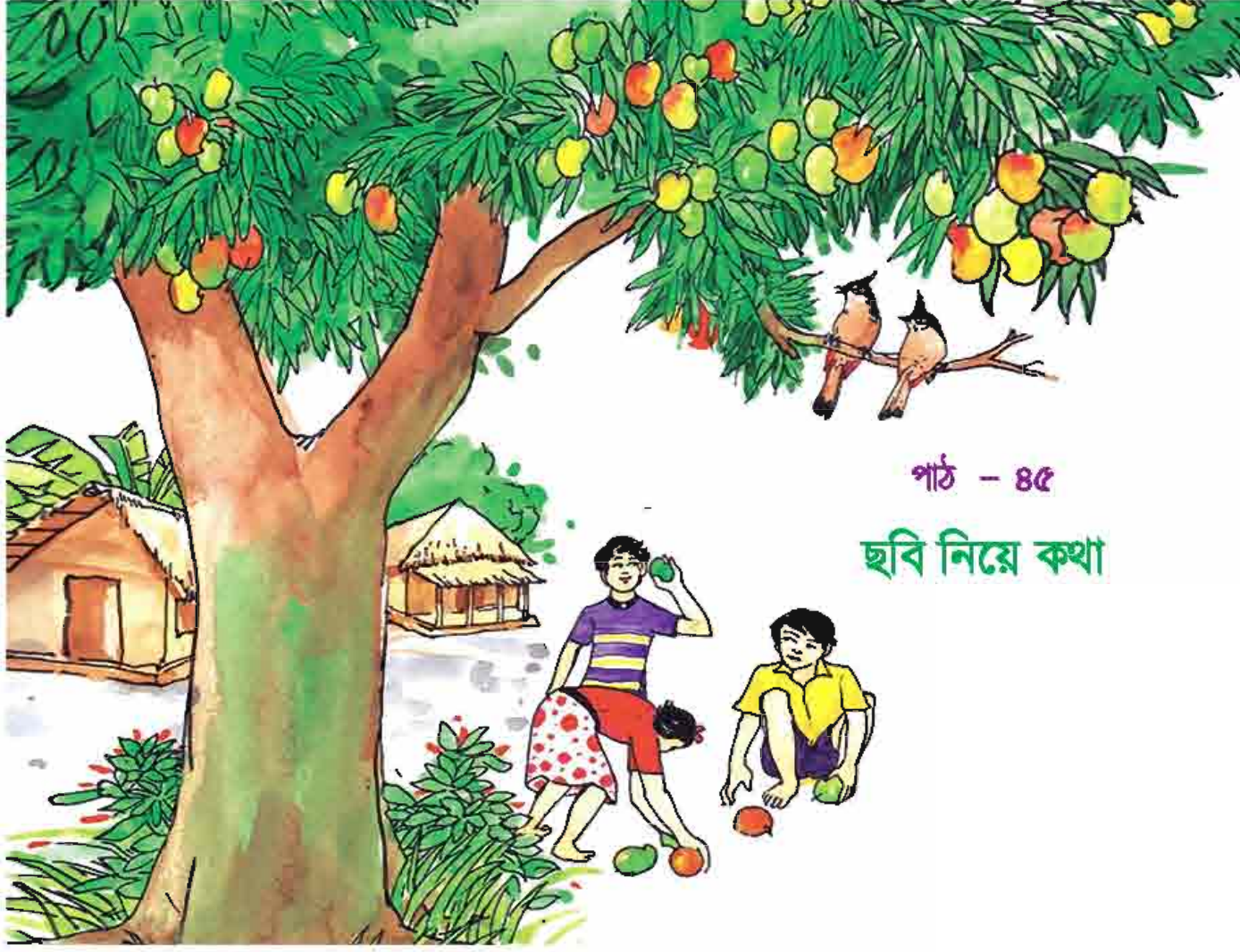
খুলি, বসি ও পড়ি

## ভোর হলো

কাজী নজরুল ইসলাম

ভোর হলো দোর খোল  
খুকুমণি ওঠ রে,  
ঐ ডাকে জুঁই-শাখে  
ফুল-খুকি ছোট রে।  
খুলি হাল তুলি পাল  
ঐ তরি চলল,  
এইবার এইবার  
খুকু চোখ খুলল।  
আলসে নয় সে  
ওঠে রোজ সকালে,  
রোজ তাই চাঁদা ভাই  
টিপ দেয় কপালে।





পাঠ - ৪৫

## ছবি নিয়ে কথা

ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখি। ছবিতে কী কী দেখছি বলি ও লিখি

.....  
 আম .....  
 .....

ছবি থেকে পাওয়া শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি

.....  
 আম গাছ। .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



পাঠ - ৪৬  
শুভ ও দাদিমা

শুভর দাদি সেলাই করবেন। তিনি সুচে সুতা পরাতে পারছেন না। শুভ দেখতে পেল। সে দাদির কাছে গেল। বলল, দাদিমা কী হয়েছে?

দাদি বললেন, চশমাটা যে কোথায় রেখেছি। তাই সুচে সুতা পরাতে পারছি না।

শুভ বলল, আমি চশমাটা খুঁজে আনছি। একটু পরেই সে চশমা নিয়ে এলো। হাসি মুখে বলল, দাদিমা চশমাটা নিন। দাদি খুশি হলেন। বললেন, বেঁচে থাকো ভাই।

শুভ বলল, দাদিমা তুমি খুব ভালো।

**দাদির জন্য কী কী করি তা বলি**



আমার বাংলা বই

পাঠ - ৪৭

## রুবির বাগান



রুবির একটি বাগান আছে। সেখানে নানা রকম ফুলের গাছ। একদিকে লাল গোলাপের সারি। আরেক দিকে হলুদ গাঁদার গাছ। তার পাশে আছে জ্বা ফুলের ঝোপ। জ্বার রং লাল। বাগানের চারপাশে বেড়া। ঢোলকলমি গাছের। তাতে বেগুনি ফুল ফোটে। বাগানের দরজার পাশে দুটি শিউলি গাছ। সাদা শিউলি ফুলের বোঁটা কমলা রঙের। গাছের তলায় সবুজ ঘাস। তার ওপর সাদা ফুল ঝরে পড়ে।

রুবির ভাই অমি। সেও বাগানে কাজ করে। পাশের পুকুর থেকে পানি আনে। দুজনে গাছে পানি দেয়। মাঠ জুড়ে সরষে খেত। হলুদ ফুলে ভরা। ওরা ওপরে তাকায়। সেখানে নীল আকাশ। পূব আকাশে সকালে সূর্য ওঠে। টকটকে লাল রঙের। তার আলো পড়ে ফুলে ফুলে। পুরো বাগান হেসে ওঠে।

আমার বাংলা বই



সূর্য লাল



গাঁদাফুল হলুদ



কলমি ফুল বেগুনি



শিউলি ফুল সাদা



পাতা সবুজ



আকাশ নীল

কোনটির কোন রং তা খালি জায়গায় লিখি

১. সূর্যের রং .....
২. পাতার রং .....
৩. কলমি ফুলের রং .....
৪. আকাশের রং .....
৫. সরষে ফুলের রং .....

বেগুনি  
লাল  
হলুদ  
সবুজ  
নীল

এসো রং করি



ঘাস



আকাশ



গাঁদা ফুল



পাঠ - ৪৮

## মায়ের ভালোবাসা

মহানবি হযরত মুহম্মদ (স)। একদিন তিনি সাথীদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় একটি লোক এলো। হাতে একটি পাখির বাসা। বাসায় দুটি ছানা।

নবিজি দেখলেন, কাছেই মা পাখিটা উড়ছে। তিনি লোকটিকে কাছে ডাকলেন। তারপর পাখির বাসাটি রাখতে বললেন। তাকে দূরে সরে যেতে বললেন। লোকটি সরে গেল।

মা পাখিটা কাছে এলো। বাচ্চাদের আদর করল। ডানা দিয়ে তাদের ঢেকে রাখল।

মহানবি বললেন, দেখ, মায়ের কত ভালোবাসা।

নবিজি লোকটিকে কাছে ডাকলেন। বললেন, ছানা দুটিকে বাঁচাতে হবে। বাসাটা আগের জায়গায় রেখে এসো।

লোকটি তার ভুল বুঝতে পারল। নবিজির কথামতো কাজ করল।

আমার বাস্কা বই

যুক্তবর্ণ শিখে নিই

মুহম্মদ - ম্ম = ম + ম

বাচ্চা - চ্চ = চ + চ

ডান দিকে কয়েকটি শব্দ আছে। সেগুলো বাম দিকের খালি ঘরে ঠিক মতো বসাই।

মহানবির নাম ..... মুহম্মদ (স)।

মা পাখিটা বাচ্চাদের ..... করল।

লোকটি নিজের ..... বুঝতে পারল।

পাখির ছানা দুটিকে ..... হবে।

ভুল

বাঁচাতে

হয়রত

আদর



শুনি, বলি ও পড়ি

## মুমুর সাত দিন

মুমু রোজ স্কুলে যায়। লেখাপড়া করে।  
 শনিবার সে পড়ার টেবিল সাজায়।  
 রবিবার সে বাগান দেখাশোনা করে।  
 সোমবার গান শেখে।  
 মঙ্গলবার সঁাতার কাটে।  
 বুধবার নিজের ঘর সাফ করে।  
 বৃহস্পতিবার ছবি আঁকে।  
 শুক্রবার ছুটির দিন।  
 ওইদিন সে খেলাধুলা করে।  
 এভাবে কেটে যায় মুমুর সাত দিন।

সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়।



যুক্তবর্ণ শিখি

স্কুলে	-	স্ক	=	স	+	ক
মঙ্গল	-	ঙ্গ	=	ঙ	+	গ
বৃহস্পতি	-	স্প	=	স	+	প
শুক্রবার	-	ক্র	=	ক	+	র-ফলা (২)
সপ্তাহ	-	প্ত	=	প	+	ত

আমার বাংলা বই

তেঙে লিখি

$$\begin{array}{lcl} \text{ক} = & \square & + \square \\ \text{ঙা} = & \square & + \square \\ \text{ত্ব} = & \square & + \square \end{array} \quad \begin{array}{lcl} \text{ক্ক} = & \square & + \square \\ \text{ঙ্গা} = & \square & + \square \\ \text{প্ত} = & \square & + \square \end{array}$$

সপ্তাহের সাত দিনের নাম বলি ও লিখি

শনিবার

রবিবার

সোমবার

মঙ্গলবার

বুধবার

বৃহস্পতিবার

শুক্রবার

সাত দিনের নাম পরপর সাজিয়ে লিখি

বুধবার

শনিবার

বৃহস্পতিবার

রবিবার

মঙ্গলবার

শুক্রবার

সোমবার

আমি সাত দিন কী কী করি তা লিখি

শনিবার	গান শিখি
রবিবার	
সোমবার	
মঙ্গলবার	
বুধবার	
বৃহস্পতিবার	
শুক্রবার	

পাঠ - ৫০

ছড়ায় ছড়ায় সংখ্যা

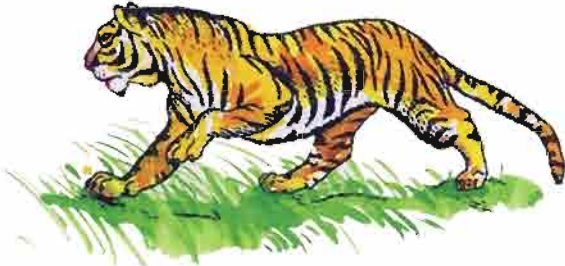
পড়ি ও লিখি



এক আর দুই  
জ্বা আর জুই।



তিন আর চার  
মায়ের গলার হার



পাঁচ আর ছয়  
বাঘ দেখে ভয়।



সাত আর আট  
পুকুরের ঘাট।

নয় আর দশ  
খেজুরের রস।

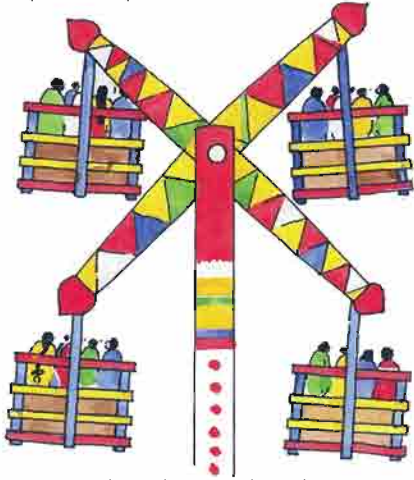




এগারো আর বারো  
হাতে হাত ধরো।



তেরো আর চৌদ্দ  
বাঘে মোষে যুদ্ধ।



পনেরো আর ষোলো  
নাগরদোলায় দোলো।



সতেরো আর আঠারো  
চশমা আছে বাবারও।



উনিশ আর কুড়ি  
নানা রঙের ঘুড়ি।

### পড়ি ও লিখি

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ  
এগারো বারো তেরো চৌদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ কুড়ি

### যুক্তবর্ণ শিখি

চৌদ্দ - দ্দ = দ + দ  
যুদ্ধ - দ্ধ = দ + ধ



পাঠ - ৫১  
পিপড়ে ও ঘুঘু

এক পিপড়ের পিপাসা পেল। সে এলো নদীর পাড়ে। পানি খেতে। নদীতে ছিল ঢেউ। পিপড়ে পানিতে ভেসে গেল। গাছের ডালে ছিল একটা ঘুঘু। সে সব দেখতে পেল। ভাবল, পিপড়েটাকে বাঁচাই। সে একটা পাতা মুখে নিল। ফেলে দিল পিপড়েটার সামনে। পিপড়ে পাতাটা দেখতে পেল। সে সীতরে পাতার ওপরে উঠল। ঘুঘু পাতাটা ঠোঁটে তুলে নিল। তারপর ডাঙায় এনে রাখল। পিপড়ে প্রাণে বেঁচে গেল। ঘুঘু হলো তার বন্ধু।



অনেক দিন পরের কথা। এক শিকারি এলো নদীর পাড়ে। তার হাতে ছিল তাঁর খনুক। গাছের ডালে বসে ছিল ঘুঘুটি। শিকারি তার দিকে তাঁর তাক করল। পিপড়েটি কাছেই ছিল। সে বুঝতে পারল ঘুঘুর খুব বিপদ। শিকারি তাঁর হুঁড়তে বাজিল। অমনি পিপড়ে দিল তার পায়ে কামড়। শিকারির হাত গেল কেঁপে। তাঁর চলে গেল আরেক দিকে। ঘুঘু ফুর্ত করে উড়ে গেল। বেঁচে গেল সে।

আমার বয়স বই

পাঠ - ৫২

শুনি, বলি ও পড়ি

## গাছ লাগানো

সোমা আপার পড়ানো শেষ। একটু পরেই ছুটি হবে।  
ক্লাসের সবাই উলখুস করছে।

- সোমা আপা : শোনো, আজ একটা ভারি মজার দিন।  
নিনা : কী মজার দিন আপা ?  
সোমা আপা : আজ গাছ লাগানোর দিন। গাছ লাগানোর উৎসব।  
রবি : গাছ লাগাতে হবে কেন ?  
সোমা আপা : গাছ যে আমাদের কত কাজে লাগে। ফুল দেয়, ফল দেয়। ছায়া দেয়।  
তিশা : হ্যাঁ, তাই তো।  
সোমা আপা : চলো, তোমাদের ক্লাসের সামনে। সেখানে বাগানে নতুন গাছ লাগাব।  
সকলে : চলো, চলো সবাই।

ওরা সবাই নিজেদের ক্লাসের সামনে এলো। দেখল, সব ক্লাসের  
ছেলেমেয়েরা বাগানে। বার বার বাগানে কাজ করছে। হাসি  
খুশিতে মেতে আছে সবাই। ওরাও বাগানে নেমে গেল। খুশি,  
বলতি, মগ সব করেছেই ছিল। ওরা সবাই মিলে যাঁচি খুঁড়ল। গাছ লাগাল।

সোমা আপা : যাও রানা, এবার পানি আনো।

রানা : তিশা চলো না তাই, পানি আনি।

ওরা পানি আনল। সকলে মিলে গাছের গোড়ায় পানি দিল।

ওরা রোজ গাছে পানি দেয়। গাছগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে  
থাকে। ওদের মন খুশিতে সত্রে ওঠে।

বুকের শিখি ক্লাস - ক - ক + ল



পড়ি ও লিখি

পাঠ - ৫৩



আমাদের দেশ



আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এ দেশ ধানের দেশ, গানের দেশ।  
এ দেশে আছে কত না পাখি।

দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।

এ দেশের বনে বনে, খালে বিলে অনেক ফুল ফোটে।

শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল।

এ দেশে আছে অনেক রকমের গাছ।

আম গাছ আমাদের জাতীয় গাছ।

গাছে গাছে ফলে নানা রকমের ফল।

কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল।

এ দেশের নদীতে আছে কত রকমের মাছ।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ।

আমাদের দেশে আছে অনেক বন।

বনে আছে নানা ধরনের পশু।

বাঘ আমাদের জাতীয় পশু।

আমাদের দেশে আছে কত না নদী।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা আমাদের বড় নদী।

স্বকৃত্বর্ণ শিখি

পদ্ম - ম = দ + ম

ডান পাশ থেকে ঠিক শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় লিখি

বাংলাদেশের জাতীয় পাখির নাম .....

.....বাংলাদেশের জাতীয় ফুল।

বাংলাদেশের জাতীয় ফলের নাম .....

..... বাংলাদেশের জাতীয় মাছ।

বাংলাদেশের জাতীয় গাছের নাম ..... গাছ।

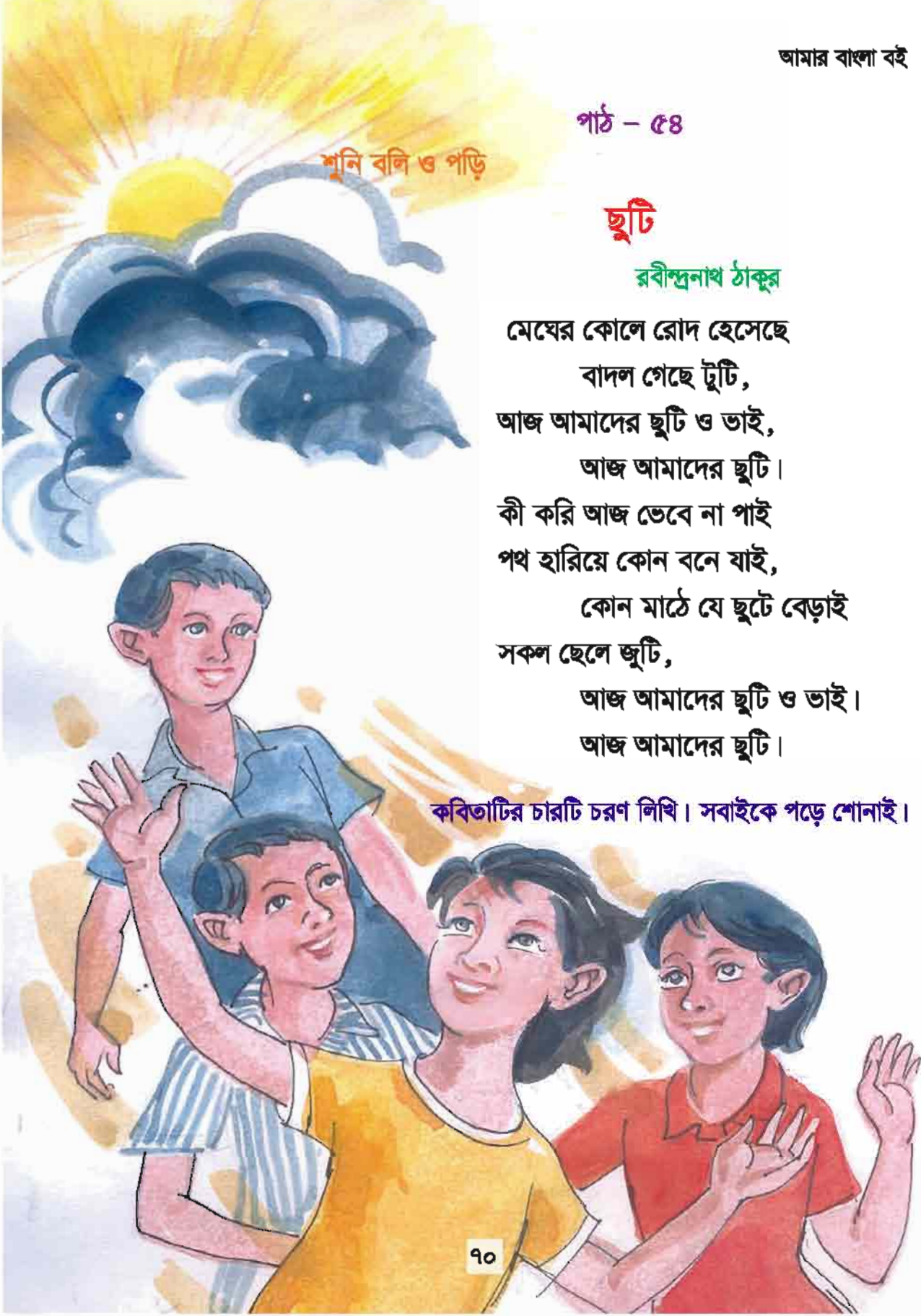
কাঁঠাল  
ইলিশ  
শাপলা  
আম  
দোয়েল

## ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে  
বাদল গেছে টুটি,  
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,  
আজ আমাদের ছুটি।  
কী করি আজ ভেবে না পাই  
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,  
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই  
সকল ছেলে জুটি,  
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই।  
আজ আমাদের ছুটি।

কবিতাটির চারটি চরণ লিখি। সবাইকে পড়ে শোনাই।



আমার বাংলা বই

শুনি, বলি ও পড়ি

পাঠ - ৫৫

মুক্তিযোদ্ধাদের কথা

আমাদের দেশ বাংলাদেশ।

এ দেশ যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে। সে এক বিরাট ঘটনা। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর হামলা করল। তখন মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি আমাদের মহান নেতা। তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আমাদের জাতির জনক।

পাকিস্তানি সেনারা ছিল দানবের মতো। তারা লাখ লাখ বাঙালিকে মেরে ফেলল। পুড়িয়ে দিল হাজার হাজার ঘরবাড়ি।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাঙালিরা সাড়া দিল।

পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে শুরু হলো যুদ্ধ। যারা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা। তাদের বুকে ছিল সাহস। ছিল দেশের জন্য ভালোবাসা। তাঁদের অনেকে জীবন দিলেন। নয় মাস চলল যুদ্ধ। শেষে হার মানল পাকিস্তানি সেনারা। আমাদের বিজয় হলো। স্বাধীন দেশে উড়ল লাল সবুজের পতাকা।

আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি। ভালোবাসি মুক্তিযোদ্ধাদের।



যুক্তবর্ণ শিবি

মুক্তিযুদ্ধ - ক্ত = ক + ত

দানব - দ্ব = দ + ধ

স্বাধীন - স্ব = স + ব

বঙ্গবন্ধু - জ্ব = ঙ + গ

নয় - ন্ব = ন + ধ

পাকিস্তানি - স্ত = স + ত

আমার বাস্কা বই

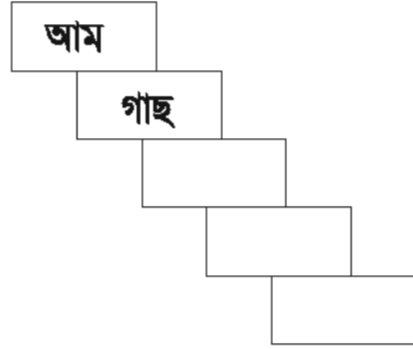
পাঠ - ৫৬

## শব্দ বলার খেলা

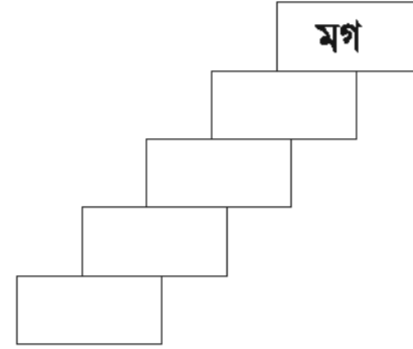
খেলায় দুটি দল আছে। তিনার দল আর দীপুর দল। ডালায় অনেক শব্দ আছে। তিনার দলের একজন ডালা থেকে একটি শব্দ বলবে। দীপুর দলের একজন ঐ শব্দের শেষ বর্ণ চিনে নেবে। ঐ বর্ণ দিয়ে লেখা শব্দ ডালা থেকে বেছে সে বলবে।



তিনার দল



দীপুর দল



এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ১-বাং

বড়দের সম্মান কর



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত—বিক্রয়ের জন্য নয়।